এক পরম বিস্ময়কর যীশু খ্রীষ্টের জীবন

যীশুই আমাদের উত্তম পালক

যীশু খ্রীষ্ট কবল একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না যিনি অনেক বছর আগে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং মারা গেছেন। বাইবেল অনুসারে তিনি ছিলেন সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর, যিনি এই জগতে মানুষের মধ্যে বাস করেছেন যেণ তিনি মনুষ্য জগতকে পাপ থেকে এবং শয়তাণ এবং মৃত্যুর হাত থেকে নিজের রক্তের বিনিময়ে উদ্ধার করতে পারেন। তিনি আজও জীবিত এবং তিনি তাদেরকে অনন্ত জীবন দেন যারা তাঁর কাছে আসে।

যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ বা প্রত্যাক্ষাণ হল জীবন অথবা মৃত্যুর সমান। "পুত্র কে যে পাইয়াছে সে সেই জীবণ পাইয়াছে, ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সেই জীবণ পায় নাই"। (১বোহন ৫-১২)। "আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রান পাই, কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দও এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রান পাইতে হইবে"। (প্রেরিত ৪ঃ১২)।

ঈশ্বর আপনার কাছে এক বাস্তব হয়ে উঠুক যখন আপনি যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য জীবন কাহিনী পাঠ করেন। "আর ইহাই অনন্তজীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকেপাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশুখ্রীষ্টকে জানিতে পায়" (যোহন ১৭ঃ৩)। আপনি কি যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয় ব্যক্তিগত ত্রানকর্তা এবং প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছেন? যদি না করে থাকেন, তাহলে আজই গ্রহণ করুন।

WMP India Bible Literature, 67 Beracah Road, Kilpauk, Chennai - 600 010

যীশু তাঁর জন্মের পূর্ব্বাবধি আছেন

"আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রকাশ করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম"।

যোহন ১ঃ১-৩,১৪খ

"কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে... সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে"। কলসীয় ১ঃ১৬-১৭

"ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহু ভাগে ও বহুরূপে ভাববাদি গনে পিতৃলোক দিগকে কথা বলিয়া, এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি ইঁহাকেই সর্ব্বাধিকারি দায়াদ করিয়াছেন"।

ইব্রীয় ১ঃ১-২

"যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি"। যোহন ৮ ঃ৫৮

"কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন, "হে ইশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী",আর "হে প্রভূ, তুমিই আদিতে পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছ, আকাশমন্ডল ও তোমার হস্তের রচনা"।

ইব্রীয় ১ঃ৮ক,১০

যীশুর জীবন সম্বন্ধে ভাববাদীদের ভবিষ্যবানি

"অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন, দেখ, এক কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে"। যিশাইয় ৭ঃ১৪

"আর তুমি, হে বৈৎলেহেম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগনিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্ত্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন, প্রাক্কাল হইতে,অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি"। মীখা ৫ঃ২

"কারণ একটা বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্ত্তত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে- অশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর,সনাতন পিতা, শান্তিরাজ। দায়ুদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না"। যিশাইয় ৯ঃ৬-৭ক

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন, সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন, তবু আমরা মনে করিলাম,তিনি আহত, ঈশ্বর কত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত্ত। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ,আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চুর্ন হইলেন"।

যিশাইয় ৫৩ঃ৩ক,৪-৫ ক

"ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না,কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারন করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন,এবং আকারে প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন"।

ফিলিপীয় ২ঃ৬-৮

"যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, কেননা আমি ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, আমিত আপনা হইতে আসি নাই, কিন্তু তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন"।

যোহন ৮ঃ৪২

"প্রথম মনুষ্য (আদম) মৃত্তিকা হইতে, মৃন্ময়, দ্বিতীয় মনুষ্য (যীশু) স্বর্গ হইতে"।

১করিন্থীয় ১৫ঃ৪৭

"ভাল, সেই সন্তানগন যখন রক্ত মাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রুপ তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তি হীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন"।

ইব্রীয় ২ঃ১৪-১৫

যীশুর জগতে আসার উদ্দেশ্য

"কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্র ও পরিচর্য্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন"। মার্ক ১০ঃ৪৫

"কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রান করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন"।
লূক ১৯ ঃ ১০

"কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরনা করেণ নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রান পায়"। যোহন ৩ঃ ১৭

"যীশু উত্তর করিলেন , ...আমি এই জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ দিই। যে কেহ সত্যের , সে আমার রব শুনে"। যোহন ১৮ ঃ ৩৭

"খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন..."। ১ তীমথিয় ১ঃ১৫খ

"ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহা দ্বারা জীবন লাভ করিতে পারি"। ১যোহন ৪ঃ ৯ খ

"কিন্তু কাল সম্পুর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, তিনি স্ত্রীজাত ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন, যেন তিনি মূল্যদিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন, যেন আমরা দত্তক পুত্রত্ব প্রাপ্ত হই"।
গালাতীয় ৪ঃ৪-৫

"পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন,তিনি দায়ুদ কুলের যোষেফ নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হইয়া ছিলেন...কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান হইবেন,আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ুদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন, তিনি যাকোব কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন,ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না, তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমিত পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে, এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে। আর দেখ, ...কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না"। লূক১ঃ২৬-২৭,৩০-৩৭

"যোষেফ, দায়ুদ সন্তান,তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, ... তাহা পবিত্র আত্মা হইতে, আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রান কর্ত্তা) রাখিবে, কারন তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রান করিবেন"। মথি ১ঃ২০ ঘ -২১

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

"সেই সময়ে আগস্ত কৈসরের এই আদেশ বাহির হইলে যে, সমুদয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে, সুরিয়ার শাসনকর্ত্তা কুরীনিয়ের সময়ের এই প্রথম নাম লেখান হয়...আর যোষেফ ও গালীলের নাসারৎ নগর হইতে যিহূদিয়ার বৈৎলেহম নামক দায়ুদের নগরে...আপনার বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্য গেলেন, তখন ইনি গর্ব্ভবতী ছিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে আছেন, এমন সময়ে মরিয়মের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইল, আর তিনি আপনার প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন, এহং তাঁহাকে কাপড় জড়াইয়া যাবপাত্রে শোয়াইয়া রখিলেন, কারন পান্থশালায় তাঁহারদের জন্য স্থান ছিল না। ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে অবস্থিতি করিতেছিল, ...আর প্রভুর এক দূত তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়িইলেন, এবং প্রভুর প্রতাপ তাহাদের চারদিকে দ্দৌপ্যমান হইল, তাহাতে তারা অতিশয় ভীত হইল...কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি, সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে, ...আর তোমদের জন্য ইহাই চিহ্ন, তোমরা দেখিতে পাইবে, একটি শিশু কাপড়ে জড়ান ও যাবপাত্রে শয়ান রহিয়াছে। পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তবগান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, ...পৃথিবীতে (তাঁহার) প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।"

লূক ২ঃ১-১৪

"আর যখন বালকটীর ত্বকছেদনের জন্য আটদিন পূর্ণ হইল, তখন তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল, এই নাম তাঁহার গর্ব্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে দূতের দ্বারা রাখা হইয়াছিল।" লূক ২ঃ২১

"আর দেখ, শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি যিরুশালেম ছিলেন, তিনি ধার্ম্মিক ও ভক্ত, ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিতেন, এবং পবিত্র অত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন, আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না। তিনি সেই আত্মার আবেশে ধর্ম্মধামে আসিলেন, এবং শিশু যীশুর পিতামাতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে ভিতরে আনিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে কোলে লইলেন, আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, ও কহিলেন, হে স্বামিন,এখন তুমি তোমার বাক্যনুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ, কেননা আমার নয়ণ যুগল তোমার পরিত্রাণ দেখিতে পাইল, যাহা তুমি সকল জাতির সন্মুখে প্রস্তুত করিয়াছ, পরজাতি গণের প্রতি প্রকাশিত হইবার জ্যোতি, ও তোমার প্রজা ঈস্রায়েলের গৌরব,তাঁহার বিষয়ে কথিত এই সকল কথায় তাঁহার পিতা ও মাতা অশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লগিলেন, আর শিমিয়োন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ...।" লূক ২ঃ২৫- ৩৪

যীশু পূজীত হয়েছিলেন

"হেরোদ রাজার সময়ে যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হইলে পর, দেখ, পূর্ব্বাদেশ হইতে কয়েকজন পন্ডিত যিরাশালোমে আসিয়া কহিলেন, যিহূদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন,তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্ব্বদেশে তাঁহার তারা দেখিয়াছি, ও তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হইলেন ও তাঁহার সহিত সমুদয় যিরুশালেম ও উদ্বিগ্ন হইল। আর তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোক সাধারনের অধ্যপকগনকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন? তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে, কেননা ভাববাদী দ্বারা এই রূপে লিখিত হইয়াছে,...রাজার কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন, আর দেখ, পূর্ব্বদেশে তাঁহারা যে তারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, শেষ যেখানে শিশুটি ছিলেন, তাহার উপরে আসিয়া স্থগিত হইয়া রহিল। তারাটি দেখিতে পাইয়া তাঁহার মহানন্দে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে তাঁহারা গৃহমধ্যে গিয়া শিশুটীকে তাঁহারা মাতা মরিয়মের সহিত দেখিতে পাইলেন ও ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ, কুন্দুরু ও গন্ধরস উপহার দিলেন"।

মথি ২ঃ১-৫, ৯-১১

"আর স্বর্গ মধ্যে আর এক চিহ্ন দেখা গেল, দেখ, এক প্রকান্ড লোহিত বর্ন নাগ, তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গঁ এবং সপ্ত মস্তকে সপ্ত কিরীট, আর তাহার লাঙ্গুঁল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষন করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল। যে স্ত্রী লোকটি সন্তান প্রসব করিতে উদ্যত, সেই নাগ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল,যেন সে প্রসব করিবা মাত্র সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে। পরে সেই স্ত্রী লোকটি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল, যিনি লৌহদন্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন করিবেন।"

প্রকাশিত বাক্য ১২ঃ৩-৫ক

"প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটীকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর, আর আমি যতদিন তোমাকে না বলি, ততদিন সেখানে থাক, কেননা হেরোদ শিশুটিকে বধ করিবার জন্য তাঁহার অনুসন্ধান করিবে, তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রি যোগে শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেন, পরে হেরোদ যখন দেখিলেন যে, তিনি পন্ডিতগণ কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হইয়াছেন, তখন মহাক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সেই পন্ডিতদের নিকটে বিশেষ করিয়া যে সময় জানিয়া লইয়া ছিলেন, অদনুসারে দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক বৈৎলেহম ও তাহার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সে সকলকে বধ করাইলেন।"

মথি ২ঃ১৩খ- ১৫ক, ১৬ক

"পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিত ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানেপূর্ণ হইতে থকিলেন, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল। তাঁহার পিতামাতা প্রতিবৎসর নিস্তার পর্ব্বের সময়ে যিরূশালেমে যাইতেন, তাঁহার বারো বৎসর বয়স হইলে তাঁহারা পর্ব্বের রীতি অনুসারে যিরুশালেমে গেলেন,এবং পর্ব্বের সময় সমাপ্ত করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন,...কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন, মনে করিয়া তাঁহারা এক দিনের পথ গেলেন, পরে জ্ঞাতি ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, আর তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে যিরুশালেমে ফিরিয়া গেলেন। তিন দিনের পর তাঁহারা তাঁহাকে ধর্মধামে পাইলেন,...আর যাহারা তাঁহার কথা শুনিতেছিল, তাহারা সকলে তাঁহার বুদ্ধি ও উত্তরে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করিল। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করিল? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি কাতর হইয়া তোমার অন্বেষণ করিতে ছিলাম। তিনি তাঁহা দিগকে কহিলেন, কেন আমার অন্বেষণ করিলে? আমার পিতার গৃহে আমাকে থাকিতেই হইবে, ইহা কি জানিতে না?

পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন।"

লূক ২ঃ৪০-৪৯,৫২

"এক জন মানুষ্য উপস্থিত হইলেন, তিনি ঈশ্বর হইতে প্রেরিত হইয়া ছিলেন, তাঁহার নাম যোহন। তিনি কহিলেন আমি "প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষনা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর" যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছেন। পরদিন তিনি যিশুকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিলেন, আর কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান। আর যোহন সাক্ষ্য দিলেন, কহিলেন, আমি আত্নাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার উপরে অবস্থিত করিলেন। আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তাইজ করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্তিতি করিতে দেখিবে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন। আর আমি দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য দিয়াছি যে , ইনিই ঈশ্বরের পবিত্র পুত্র"।

যোহন ১ঃ৬,২৩,২৯,৩২-৩৪

"পরে যিশু বপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্নাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বানী হইল, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত"।

মথি ৩ঃ১৬-১৭

যীশু প্রলোভনকে জয় করিলেন

"তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলা রুটি হইয়া যায়। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে ,"মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে"। তখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল, এবং ধর্ম্ম ধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, আর তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়," কেননা লেখা আছে, "তিনি আপন দূতগনকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরনে প্রস্তরের আঘাত লাগে।"

যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না"। আবার দিয়াবল তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে লইয়া গেল, এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল, আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব। তখন যীশু তাহকে কহিলেন, দূর হও, শয়তান, কেননা লেখা আছে "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে"। মথি ৪ঃ৩ -১০

"কেননা তিনি আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছেন বলিয়া পরীক্ষিতগণের সাহায্য করিতে পারেন"। ইব্রীয় ২ঃ১৮

"পরে গালীল সমুদ্রের তীর দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, শিমোন ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলিতেছেন, কেননা তাঁহারা মৎস্যধারী ছিলেন। যীশু তাঁহাদিগকে কবিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব। আর তৎক্ষণাৎ তাঁহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহনকে দেখিলেন, তাঁহারাও নৌকাতে ছিলেন, জাল সারিতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহা দিগকে ডাকিলেন,তাহাতে তাঁহারা আপনাদের পিতা সিবদিয়কে বেতন জীবীদের সঙ্গে নৌকায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন"। মার্ক ১ঃ১৬-২০

"পরে তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন, আলফেয়ের পুত্র লেবি করগ্রহণ স্থানে বসিয়া আছেন, তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, তাহাতে তিনি উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন"। মার্ক ২ঃ১৪

"সেই সময়ে তিনি একদা প্রার্থনা করনার্থে বাহির হইয়া পর্ব্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরে যখন দিবস হইল, তিনি আপন শিষ্যগণকে ডাকিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে হইতে বারো জনকে মনোনীত করিলেন, আর তাঁহাদিগকে প্রেরিত নাম দিলেন"। লূক ৬ঃ১২-১৩

যীশু সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন

"তখন যীশু আত্মর পরাক্রমে গালীলে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার কীর্ত্তি চারদিকের সমুদয় অঞ্চলে ব্যাপিল। আর তিনি তাহাদের সমাজ-গৃহে উপদেশ দিয়া সকলের দ্বারা গৌরবান্বিত হইতে লাগিলেন। আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, লেই নাসরতে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, ও পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। তখন যিশাইয়া ভাববাদীর পুস্তক তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল, আর তিনি পুস্তকখানি খুলিয়া সেই স্থান পাইলেন, যেখানে লেখা আছে, "প্রভু আত্না আমাতে অধিষ্টান করেন, কারন তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগনের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, প্রভুর প্রসন্নতার বন্ধ করিয়া ভৃত্যের হস্তে দিয়া বসিলেন। তাহতে সমাজ-গৃহে সকলের চক্ষু তাঁহার প্রতি স্থির হইয়া রহিল। আর তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল।

তহাতে সকলে তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, ও তাঁহার মুখনির্গত মধুর বাক্যে আশ্চর্য বোধ করিল"।

লূক ৪ঃ১৪-২২

যীশু মন্দিরকে শূচী করেন

"পরে তাঁহারা যিরূশলেমে আসিলেন, আর তিনি ধর্ম্মধামের মধ্যে গিয়া, যাহার ধর্ম্মধামের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতে ছিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন, এবং পোদ্দারদের মেজ, ও যাহারা কপোত বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদের আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন, আর তিনি উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা কিগ লেখা নাই, "আমার গৃহকে সর্ব্বজাতির প্রার্থণা গৃহ বলা যাইবে"? কিন্তু তোমরা ইহা দস্যুগনের গহ্বর করিয়াছ" । মার্ক ১১ঃ১৫,১৭

যীশু পাপের বিষয়ে শিক্ষাদেন

"তদ্রুপ তোমারও বাহিরে লোকদের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া দেখাইয়া থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা কপট্য ও অধর্ম্মে পরিপূইর্ণ"। মথি ২৩ঃ২৮

"কিন্তু যাহা যাহা মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা অন্ততঃকরণ হইতে আইসে, আর তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। কেননা অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যাভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যা, নিন্দা আইসে" । মথি ১৫ঃ১৮-১৯

"যিশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ পাপাচরন করে, সে পাপের দাস,পুত্র চিরকাল থাকেন, অতএব পুত্র যদি তোমদিগকে স্বাধীণ করেন, তবে তোমরা প্রকৃত রূরে স্বাধীণ হইবে।" যোহন ৮ঃ৩৪,৩৬

যীশু নুতন জীবণ দেন

"যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য , সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি , নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে দেখিতে পায় না, আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। কারন ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়."। যোহন ৩ঃ৩,৭,১৬

"আর ইহাই অনন্তজীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টকে জানিতে পায়"। যোহন ১৭ঃ৩

"কেননা পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠান ও জীবন দান করেন, তদ্রুপ পুত্র ও যাহাদিগকে ইচ্ছা, জীবন দান করেন। সত্য, সত্য,আমি তোমদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রপ্ত হইয়াছে, এবং বিচার আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে"। যোহন ৫ঃ২১,১৪

"ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে"।

২ করিন্থীয় ৫ঃ১৭

তাহাতে তিনি শুখর নামক শমরিয়ার এক নগরের নিকটে গেলেন, আর সেই স্থানে যাকোবের এক কূপছিল। তখন যীশু পথশ্রান্ত হওয়াতে অমনি সেই কূপের পার্শ্বে বসিলেন।...যীশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে পান করিবার জল দেও। কেননা তাঁহার শিষ্যরা খাদ্য ক্রয় করিতে নগরে গিয়াছিলেন। তাহাতে শমরীয় স্ত্রী লোকটী বলিল, আপনি যিহূদী হইয়া কেমন করিয়া আমার কাছে পান করিবার জল চাইতেছেন?...যীশু উত্তর করিয়া তাহকে কহিলেন, তুমি যদি জানিতে, ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলিতেছেন, আমাকে পান করিবার জল দেও, তবে তাঁহারই নিকটে তুমি যাঞ্চা করিতে এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।...তাহার আবার পিপাসা হইবে, কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ পান করে, তাহার আর কখনও পিপাসা হইবে না, বরং আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উথালিয়া উঠিবে।

যোহন ৪ঃ৫-১০,১৩-১৪

যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, ...শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন।

যোহন ৭ঃ৩৭ খ -৩৯ক

যীশু বিভিন্ন উপমার দ্বারা শিক্ষা দিতেন

"অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্মান করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্য আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারন পাষানের উপরে তাহার ভিত্তি মূল স্থাপিত হইয়াছিল। আর যে কেহ আমার এহি সকল বাক্য শুনিয়া পালন না করে, তাহাকে এমন এক জন নির্ব্বোধ লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্মান করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ুর বহিল, এহং সেই গৃহে আঘাত করিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া গেল, ও তাহার পতন ঘোরতর হইল।" মথি ৭ঃ২৪-২৭

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি - যাহার এক শত মেষ আছে, ও সেই সকলের মধ্যে একটি হারাইয়া যায়- নিরানব্বইটা প্রান্তরে ছাড়িয়া যায় না, আর যে পর্যন্ত সেই হারানটি না পায়, সে পর্যন্ত তাহার আন্বেষণ করিতে যায় না ? আর তাহা পাইলে সে আনন্দ পূর্ব্বক কাঁধে তুলিয়া লয়। পরে ঘরে আসিয়া বন্ধু বান্ধব ও প্রতি বাসীদিগকে ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে অনন্দ কর, কারন আমার যে মেষটা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তদ্রুপ একজন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে, যাহাদের মন ফিরান অনাবশ্যক, এমন নিরানব্বই জন ধার্ম্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না।" লূক ১৫ঃ ৪-৭

"তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন, তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাঁহা দিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারন স্বর্গ রাজ্য তাহদেরই। ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারন তাহারা দেশের আধিকারী হইবে। ধন্য যাহারা ধার্ম্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারন তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।

ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। ধন্য যাহারা নির্ম্মলাপ্তঃ করণ, কারন তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারন তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।

ধন্য যাহারা ধার্ম্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারন স্বর্গ রাজ্য তাহাদেরই।

ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুব."।

মথি ৫ঃ১-১২ক

"ধন্য তাহারাই যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে"। লূক ১১ঃ২৮খ

"ধন্য তাহারা, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল"। যোহন ২০ঃ২৯খ

"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাতে বিঘ্নের কারন না পায়"। লূক ৭ঃ২৩

"মানুষের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়"। লূক ১৮ঃ১খ

"দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য ধর্ম্ম ধামে গেল, একজন ফরীশী, আর একজন করগ্রাহী। ফরীশী দাঁড়াইয়া আপনা আপনি এইরূপে প্রার্থনা করিল,হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে, আমি অন্য সকল লোকের উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যভিচারীদের - মত কিম্বা ঐ করগ্রাহীর মত নহি, আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। কিন্তু করগ্রাহী দুরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতে ও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কহিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক গনিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ঐ ব্যক্তি নয়,কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে, কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।"

লূক ১৮ঃ১০-১৪

"পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাঞ্চা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে। কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি"। মথি ১৮ঃ১৯-২০

"যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, আর যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা পাইবে। বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে?"

মথি ১৬ঃ২৪-২৬ক

"তদ্রুপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারেনা"। লূক ১৪ঃ৩৩

"তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে"। যোহন ১৪ঃ১৫

"আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি"।

যোহন ১৩ঃ৩৫

"যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য"। যোহন ৮ঃ৩১

"ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও, আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে"। যোহন ১৫ঃ৮

যীশু স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে শিক্ষা দেন

"যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সেই পাইবে" মথি ৭ঃ২১

"তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না"। মথি ১৮ঃ৩

"সঙ্কীর্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে, কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ন ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়"। মথি ৭ঃ১৩-১৪

"এই রূপ যুগান্তে হইবে, দূতগন আসিয়া ধার্ম্মিকদের মধ্যে হইতে দুষ্ট দিগকে পৃথক করিবেন, এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুন্ডে ফেলিয়া দিবেন, সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে।" মথি ১৩ঃ৪৯-৫০

"তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ঈশ্বর বিশ্বাস কর, আমাতে ও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, যেন আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক।" যোহন ১৪ঃ১-৩

"আমি সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আর আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য"। যোহন ৬ঃ৫১

"আমি দ্বার, অমাদিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রান পাইবে, এবং ভিতরে আসিবে ও বাহিরে যাইবে ও চরানী পাইবে। আমিই উত্তম মেষপালক, উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পন করে।" যোহন ১০ঃ৯,১১

"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন, আমাদিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না"। যোহন ১৪ঃ৬

"তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকার কারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে"। যোহন ৮ঃ১২

"যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে"। যোহন ২১ঃ২৫

"তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক, আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই"। যোহন ১৩ঃ১৩

"তখন সকলে বলিল, তবে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই বলিতেছ যে, আমি সেই।" লূক ২২ঃ৭০

যীশুর মধ্যে আরগ্য দানের শক্তি রয়েছে

"আর দেখ, এক জন কুষ্ঠী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভু যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও, তার তখনই সে কুষ্ঠ হইতে শুচীকৃত হইল"।

মথি ৮ঃ২-৩

"আর দেখ, একটি স্ত্রীলোক, যাহাকে আঠারো বৎসর ধরিয়া দুর্ব্বলতার আত্মার আত্মায় পাইয়াছিল,...তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারী, তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইল। পরে তিনি তাহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন, তাহাতে সে তখনই সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আর ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল" লূক ১৩ঃ১১-১৩

"আর বিস্তর লোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল, তাহারা আপনাদের সঙ্গে খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, লুলা এবং আরও অনেক লোককে লইয়া তাঁহার চরনের নিকটে ফেলিয়া রাখিল, আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন"। মথি ১৫ঃ৩০

"তখন শিমোনের শ্বাশুড়ী জ্বর হইয়া পড়িয়া ছিলেন, আর তাঁহারা তৎক্ষনাৎ তাঁহার কথা তাঁহকে বলিলেন, তাহতে তিনি নিকটে গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। তখন তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল, আর তিনি তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন"। মার্ক ১ঃ৩০-৩১

"পরে তিনি লোকসমূহকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা করিলেন, আর সেই পাঁচখানি রুটি ও দুইটি মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশির্ব্বাদ করিলেন, এবং রুটি কয়খানি ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন,শিষ্যরা লোকদিগকে দিলেন। তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং তাঁহারা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া পূর্ণ করো ডালা তুলয়া লইলেন। যাহারা আহার করিয়াছিলেন, তাহারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল"। মথি ১৪ঃ১৯-২১

"পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন, তখন শিষ্যরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিলেন, এ যে অপচ্ছায়া। আর ভয়ে চেঁচাইতে লাগিলেন। কিন্তু যীশু তখনই তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, সাহস কর, এ আমি ভয় করিও না"। মথি ১৪ঃ২৫-২৭

"পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গ মালা নৌকায় এমনি আঘাত করিল যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল।তখন তিনি নৌকার পশ্চাদভাগে বালিশ মাথা দিয়া নিদ্রিত ছিলেন, ...হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হইতেছে না যে, আমরা মারা পড়িলাম ? তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও, তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল"। মার্ক ৪ঃ৩৭-৩৯

যীশুর মধ্যে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে

"কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্য পুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পারো, এই জন্য তিনি সেই পক্ষ্যাঘাতিকে বলিলেন উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও। তখন সে উঠিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল"। মথি ৯ঃ৬,৭

"পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইয়াছে। তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল, এ কে যে পাপ ক্ষমা করে"। লূক ৭ঃ৪৮-৪৯

"অতএব হে ভ্রাতৃগন, তোমরা জানিও, এই ব্যক্তিদ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, আর মোশির ব্যবস্থাতে তোমরা যে সকল বিষয়ে ধার্ম্মিক গনিত হইতে পারিতে না, যে কেহ বিশ্বাস করে, সে সেই সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতেই ধার্ম্মিক গনিত হয"।

প্রেরিত ১৩ঃ৩৮-৩৯

"যাঁহতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি, ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ ধন অনুসারে হইয়াছে"।

ইফিষীয় ১ঃ৭

"যদি আমরা আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন"। ১যোহন ১ঃ৯

"তখন ঐ সমাজ গৃহে এক ব্যক্তি ছিল, তাহাকে অশুচি ভূতের আত্নায় পাইয়াছিল, সে উচ্চরবে চেঁচাইয়া কহিল, আহা, হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? ...ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি। তখন যীশু তাহাকে ধমকাইয়া কহিলে, চুপ কর, এবং উহা হইতে বাহির হও, তখন সেই ভূত তাহাকে মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া তাহা হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার কোন হানি করিল না। তখন সকলে চমৎকৃত হইল, এবং পরস্পর বলাবলি করিত লাগিল, এ কেমন কথা? ইনি ক্ষমতায় ও পরাক্রমে অশুচি আত্নাদিগকে আজ্ঞা করেন, আর তাহার বাহির হইয়া যায়"। লূক ৪ঃ৩৩-৩৬

"সে (এক শিক্ষ) আসিতেছে, এমন সময়ে ঐ ভূত তাহাকে ফেলিয়া দিল, ও ভয়ানক মুচড়াইয়া ধরিল। কিন্তু যীশু সেই অশুচি আত্নাকে ধমক দিলেন, বালকটিকে সুস্থ করিলেন। ও তাহার পিতার কাছে তাহাকে সমর্পন করিলেন। তখন সকলে ঈশ্বরের মহিমায় চমৎকৃত হইল"।

লূক ৯ঃ৪২-৪৩

"ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন, তিনি হিত কার্য্যে করিয়া বেড়াইতেন, এবং দিয়াবল কত্তৃক প্রপীড়ত সকল লোককে সুস্থ করিতেন, কারন ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।" প্রেরিত ১০ঃ৩৮

"যীশু বলিলেন, তোমরা পাথরখান সরাইয়া ফেল। মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, এখন উহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেননা আজ চারিদিন, যীশু তাঁহাকে কহিলেন, ...তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন তাহারা পাথরখানা সরাইয়া ফেলিল। তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস। তাহাতে, সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন, তাঁহার চরণ ও হস্ত কবর বস্ত্রে বদ্ধছিল, এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দেও, ও যাইতে দেও"। যোহন ১১ঃ৩৯-৪০,৪৩-৪৪

"এক জন অধক্ষ্য আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমার কন্যাটী এতক্ষন মরিয়া গিয়াছে, ...তাহাতে সে বাঁচিবে। কিন্তু লোকদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইলে তিনি ভিতরে গিয়া কন্যাটির হাত ধরিলেন, তাহাতে সে উঠিল"।
মথি ৯ঃ১৮,২৫

"যখন তিনি নগরদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেন, দেখ,...সে আপন মাতার একমাত্র পুত্র,এবং সেই মাতা বিধবা, আর নগরের অনেক লোক তাহার সঙ্গে ছিল।তাহাকে দেখিয়া প্রভু তাহার প্রতি করুনা বিষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, কাঁদিও না। পরে নিকটে গিয়া ঘাট স্পর্শ করিলেন, ...তোমাকে বলিতেছি, উঠ। তাহতে সেই মরা মানুষটি উঠিয়া বসিল, এবং কথা কহিতে লাগিল"। লূক ৭ঃ১২-১৫

"যীশু আপন শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য পুত্র কে, এ বিষয়ে লোক কি বলে? তাঁহারা কহিলেন, কেহ কেহ বলে, আপনি যোহন বাপ্তাইজক, কেহ কেহ বলে, আপনি এলিয়, আর কেহ কেহ বলে,আপনি যিরমিয় কিম্বা ভাববাদিগনের কোন একজন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? সিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র সিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন"।

মথি ১৬ঃ১৩-১৭

"তাহাদের মধ্যে অনেকে কহিল, এ ভূতগ্রস্ত ও পাগল, ইহার কথা কেন শুনিতেছ? অন্যরা বলিল, এ সকল ত ভূত গ্রস্ত লোকের কথা নয়, ভূতকি অন্ধের চক্ষু খুলিয়া দিতে পারে?"

যোহন ১০ঃ২০-২১

"তখন যিহূদীদের অনেকে, যাহারা মরিয়মের নিকট আসিয়াছিল, এবং যীশু যাহা করিলেন, দেখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ ফরীশীদের নিকটে গেল, এবং যীশু যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বলিল, সেই দিন অবধি তাহারা তাহাকে বধ করিবার মন্ত্রনা করিতে লাগিল"।

যোহন১১ঃ৪৫-৪৬,৫৩

"তিনি তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যে , মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগন কত্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, হত হইতে হইবে, আর তিন দিন পরে আবার উঠিতে হইবে"। মার্ক ৮ঃ৩১

"আর অমি ভূতল হইতে উচ্চীকৃত হইলে সকলকে আমার নিকটে আকর্ষণ করিব। তিনি যে কিরূপ মরণে মরিবেন, তাহা এই বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন।" যোহন১ ২ঃ৩২-৩৩

"যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব। তখন যিহূদীরা কহিল, এই মন্দির নির্ম্মান করতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে, তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইবে? কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলিতেছিলেন। অতএব যখন তিনি মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদিগের মনে পড়িল যে, তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন"। যোহন ২ঃ১৯-২২

"কারন যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্র ও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ব্ভে থাকিবেন"।
মথি১ ২ঃ৪০

"কিন্তু উত্থিত হইলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইব"। মথি ২৬ঃ৩২

"পরদিন পর্ব্বে আগত বিস্তর লোক, যীশু যিরুশালেমে আসিতেছেন শুনিতে পাইয়া, খর্জ্জুর পত্র লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে বাহির হইল, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হোশান্না, ধন্য তিনি,যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা। তখন যীশু একটি গ র্দ্দভশাবক পাইয়া তাহার উপরে বসিলেন,...দেখ,তোমার রাজা আসিতেছেন,গর্দ্দভ-শাবকে চড়িয়া আসিতেছেন"। যোহন ১২ঃ১২-১৫

"যদিও বিস্তর লোক যীশুকে যিরুশালেমে প্রবেশ করার সময় স্বাগত জানবে, তবুও যীশু জানিতেন লোকেরা তাঁকে রাজা হিসেবে প্রত্যাক্ষান করিবে। যিরুশালেম কি রূপে হইবে এই বিষয় ভাবিত হইয়া তিনি রোদন করিলেন কারন লোকেরা তাঁকে তাদের শান্তি রাজ বলিয়া গ্রহণ করিবে না।...তুমি, তুমিই যদি আজকের দিনে, যাহা যাহা শান্তিজনক, তাহা বুঝিতে। কিন্তু এখন সে সকল তোমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত রহিল। কারন তোমার উপরে এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে তোমার শত্রুগণ তোমার চারদিকে জঞ্জাল বাঁধিবে,তোমাকে বেষ্টন করিবে, তোমাকে সর্ব্বদিকে অবরোধ করিবে, এবং তোমাকেও তোমার মধ্যবর্ত্তী তোমার বৎসগণকে ভূমিসাৎ করিবে, তোমার মধ্যে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর থাকিতে দিবে না, কারন তোমার তত্ত্বাবধানের সময় তুমি বুঝ নাই"। লূক ১৯ঃ৪১-৪৪

"পরে তাড়ীশূন্য রুটির দিন , অর্থাৎ যে দিন নিস্তার পর্ব্বের মেষশাবক বলিদান করিতে হইত, সেই দিন আসিল। তখন তিনি পিতর ও যোহনকে প্রেরন করিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া আমাদের জন্য নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত কর, আমরা ভোজন করিব। পরে তিনি রুটি লইয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, এবং তাঁহাদিগকে দিলেন, বলিলেন, ইহা আমার শরীর, যাহা তোমাদের নিমিত্ত দেওয়া যায়, ইহা আমার স্মরণার্থে করিও। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দিলেন এবং তাঁহারা সকলেই তাহা হইতে পান করিলেন। আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য পাতিত হয়।"।

লূক ২২ঃ৭-৮,৯, লূক ১৪ঃ২৩-২৪

"তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখ ভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না, মেষ শাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষীযেমন লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরূপ তিনি মুখ খুলিলেন না"।

যিশাইয়া ৫৩ঃ৭

"তোমরা ত জানা, তোমাদের পিতৃ পুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়নী বস্তু দ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু, নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষ শাবক স্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছে"। ১ পিতর ১ঃ১৮-১৯

"পরে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, সেই বারো জনের মধ্যে একজন, প্রধান যাজকদের নিকট গেল, যেন তাহাদের হস্তে যীশুকে সমর্পন করিতে পারে। তাহারা শুনিয়া আনন্দিত হইল, এবং তাহাকে টাকা দিতে স্বীকার করিল"।

মার্ক ১৪ঃ১০-১১ক

"যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎশিমানী নামক এক স্থানে গেলেন, অঅর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতরকে এবং শিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক, তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক"।

মথি ২৬ঃ৩৬-৩৭,৩৯

"যিহূদা সৈন্যদলকে, এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের নিকট হইতে পদাতিকদিগকে প্রাপ্ত হইয়া মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সেখানে আসিল। তখন সৈন্যদল এবং সহস্রপতি ও যিহূদিগণের পদাতিকেরা যীশুকে ধরিল ও তাঁহাকে বন্ধন করিল"। যোহন ১৮ঃ৩,১২

"প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রনা করিল, আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকটে সমর্পন করিল। পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তবে যীশু, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, তাহাকে কি করিব? তাহারা সকলে কহিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক"।

মথি ২৭ঃ১-২, ২২

"তৃতিয় ঘটিকার সময়ে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল, আর তাঁহার উপরে দোষ সূচক এই অধিলিপি লিখিত হইল, যিহূদীদের রাজা। আর তাহারা তাঁহার সহিত দুইজন দস্যুকে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁহার দক্ষিনে, এক জনকে তাঁহার বামে। আর যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতে ছিল, তাহারা মাথা নড়িতে নড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! আপনাকে রক্ষা কর, ক্রুশ হইতে নাম। আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরাও অধ্যাপকদের সহিত আপনাদের মধ্যে তাঁহাকে বিদ্রুপ করিয়া কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না"। মার্ক ১৫ঃ২৫-৩১

"আর যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্না সমর্পন করি, আর এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন"।

লূক ২৩ ঃ ৪৬

"পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া নিজ আত্মাকে সমর্পন করিলেন। আর দেখ, মন্দিরের তিরস্কারিনী উপর হইতে নীচ পযন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল, ও শৈল সকল বিদীর্ন হইল। শতপতি এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে যীশুকে চৌকি দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও আর যাহা যাহা ঘটিতেছিল, দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইয়া কহিল, সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন"।

মথি ২৭ঃ৪৫,৫০-৫১,৫৪

"সেনারা আসিয়া ঐ প্রথম ব্যক্তির, এবং তাহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল, কিন্তু তাহারা যখন যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার পা ভঙ্গিল না। কিন্তু একজন সেনা বড়শা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল, তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল। যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং তাহার সাক্ষ্য যথার্থ, আর সে জানে যে, সে সত্য কহিতেছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস কর। কারন এই সকল ঘটিল, যেন এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয়, "তাঁহার একখানি অস্থিও ভগ্ন হইবে না"। আবার শাস্ত্রের আর একটী বচন এই, "তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিবে"। যোহন ১৯ঃ৩২-৩৭

যীশু কবরস্থ হন, কিন্তু তিন দিনের পর উঠিলেন

"প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলাতের নিকটে একত্র হইয়া কহিল, মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিব, অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন, ...তিনি মৃতগনের মধ্যে হইতে উঠিয়াছেন, তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে। পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের নিকটে প্রহরি দল আছে, তোমরাগিয়া যথাসাধ্য রক্ষা কর। তাহাতে তাহারা গিয়া প্রহরি দলের সহিত সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া কবর রক্ষা করিতে লাগিল"।

মথি ২৭ঃ ৬২ -৬৬

"...সপ্তাহের প্রথম দিনের ঊষারম্ভে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন। আর দেহ, মহা ভূমিকম্প হইল, ...এবং তাহার উপর বসিলেন। তাঁহার দৃশ্য বিদ্যুতের ন্যায়, এবং তাহার বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্র বর্ণ। তাঁহার ভয়ে প্রহরিগণ কাঁপিতে লাগিলেন ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল। সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টিকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, কেননা আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করেতেছ। তিনি এখানে নাই, কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন, আইস, প্রভু যেখানে শুইয়াছিলনে। সেই স্থান দেখ"।

মথি ২৮ঃ১-৬

"আমি আপন প্রাণ সমর্পন করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। কেহ আমা হইতে তাহা হরন করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পন করি। তাহা সমর্পন করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায় তাহা গ্রহন করিতে ও আমার ক্ষমতা আছে..."। যোহন ১০ঃ১৭-১৮

"তিনি মৃত্যুকে অনন্ত কালের জন্য বিনষ্ট করিয়াছেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখ হইতে চক্ষুর জল মুছিয়া দিবেন"। যিশাইয় ২৫ঃ৮

"আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে"।
প্রকাশিত বাক্য ১ঃ১৮

"মৃত্যু জয় কবলিত হইল"। "মৃত্যু তোমরা জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হুল কোথায়? তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন"। ১ করিন্থীয় ১৫ঃ৫৫,৫৭

"ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিও না, কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য ও যাহারা অসৎ কার্য্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে"।
যোহন ৫ঃ২৮-২৯

যীশু পুনরুত্থানের পর দেখা দেন

"সপ্তাহের প্রথম দিবসে যীশু প্রত্যুষে উঠিলে প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যাঁহা হইতে তিনি সাত ভূত ছড়াইয়া ছিলেন। তৎপরে তাঁহাদের দুইজন যখন পল্লী গ্রামে যাইতেছিলেন, তখন তিনি আর এক আকারে তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন"।

মার্ক ১৬ঃ৯,১২

"সেই দিন, সপ্তাহের প্রথমদিন, সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের দ্বারা সকল যিহুদিগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাদিগকেস কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক, ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপনার দুই হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন। অতএব প্রভুকে দেখিতে পাইয়া শিষ্যের আনন্দিত হইলেন"।

যোহন ২০ঃ১৯-২০

"তাঁহাকে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে উঠাইলেন, এবং প্রত্যক্ষ্য হইতে দিলেন, সমস্ত লোকোরা প্রত্যক্ষ, এমন নয়,কিন্তু, পূর্ব্বে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত সাক্ষীদের, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ্য হইতে দিলেন, আর আমরা মৃতদের মধ্যে হইতে তাঁহার পুনরুত্থান হইলে পর তাঁহার সহিত ভোজন পান করিয়াছি"।

প্রেরিত ১০ঃ৪০-৪১

"তখন যীশু আবার তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমদের শান্তি হউক, পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রুপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র আত্না গ্রহণ কর"। যোহন ২০ ঃ২১-২২

"স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দও হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর, আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষাদেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"। মথি ২৮ঃ১৮-২০

"কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয় দেশ, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমরা সাক্ষী হইবে। এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে উর্দ্ধে নীত হইলেন, এহং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তিনি যাইতেছেন আর তাঁহারা আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে,দেখ, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন"।

প্রেরিত ১ঃ৮-১০

"আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, ...জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না, তোমরা তাঁহাকে জান, করন তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি"।
যোহন ১৪ঃ১৬-১৮

"পরে পঞ্চাশওমীর দিন উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে একস্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচন্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল, এবং যে গৃহে তাঁহারা বসিয়াছিলেন,...এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল, এবং তাঁহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যে রূপ বক্তৃতা দান করিলেন, অদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন"।
প্রেরিত ২ঃ১-৪

"এই যীশুকে ঈশ্বর উঠাইয়াছেন,...অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চকৃত হওয়াতে এবং পিতার নিকট হইতে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে, এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা তিনি সেচন করিলেন।"
প্রেরিত ২ঃ৩২-৩৩

"আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগতে থাকি, শাখা যেমন আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারেনা, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না। আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা, যে আমাতে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না"। যোহন ১৫ঃ৪-৫

"আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, ও তিনি তাহাতে থাকেন, আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন,তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদিগেতে থাকেন"। ১যোহন ৩ঃ২৪

"খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি তার জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন, আর এখন মাংসে থাকিতে আমরা যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্র বিশ্বাসেই যাপন করিতেছি, তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমরা নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন"। গালাতীয় ২ঃ২০

"যেন তিনি আপনার প্রতাপ ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সরলীকৃত হও, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন"। ইফিষীয় ৩ঃ১৬-১৭ক

"কিন্তু দুতগণ অপেক্ষা যিনি অল্পই ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে দেখিতেছি, তিনি মৃত্যুভোগে হেতু, প্রতাপ ও সমাদের মুকুটে বিভূষিত হইয়াছেন"। ইব্রীয় ২ঃ৯

"ফলতঃ তিনি পিতা ঈশ্বর হইতে সমাদর ও গৌরব পাইয়াছিলেন, সেই মহিমাযুক্ত প্রতাপ কত্তৃক তাঁহার কাছে এই বানী উপনীত হইছিল, "ইনিই আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম, ইহাঁতেই আমি প্রীত। আর স্বর্গ হইতে উপনীত সেই বানী আমরাই শুনিয়াছি, যখন তাঁহার সঙ্গে পবিত্র পর্ব্বতে ছিলাম"। ২পিতর ১ঃ১৭-১৮

"এবং সেই সকল দীপবৃক্ষের মধ্যে "মনুষ্য পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি" তিনি পাদ পর্যন্ত পরিচ্ছেদ অচ্ছন্ন, এবং বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকায় বদ্ধকটি, তঁহার মস্তক ও কেশ শুক্ল বর্ণ মেঘলোমের ন্যায়, হিমের ন্যায় শুক্ল বর্ণ, এবং তাঁহার চক্ষু অগ্নি শিখার তুল্য, এবং তাহার চরন অগ্নিকুন্ডে পরিস্কৃত সুপিওলের তুল্য,এবং তঁহার রব বহুজলের রবের তুল্য, আর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা আছে, এবং তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষন দ্বিধার তরবারি নির্গত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখমন্ডল নিজ তেজে বিরাজমান সূর্যের তুল্য। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি মৃতবৎ হইয়া তাঁহার চরনে পড়িলাম। তখন তিনি আমার গাত্রে দক্ষিণ হস্ত দিয়া কহিলেন, ভয় করিওনা, আমি প্রথম ও শেষ ও জীবন্ত"। প্রকাশিত বাক্য ১ঃ১৩-১৭

"তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, তুমি আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ। অতএব স্মরন কর, কোথা হইতে পতিত হইয়াছ, এবং মন ফিরাও ও প্রথমকর্ম্ম সকল কর"।

প্রকাশিত বাক্য ২ঃ৪-৫

"তোমাকে যে সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে ভয় করিও না। দেখ, তোমাদের পরীক্ষার জন্য দিয়াবল তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত আছে, তাহাতে দশ দিন পর্যন্ত তোমাদের ক্লেশ হইবে। তুমি মরন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে, তাহাতে আমি তোমাকে জীবন মুকুট দিব"।

প্রকাশিত বাক্য ২ঃ১০

"যে জয় করে, সে তদ্রুপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে, এবং আমি তাহার নাম কোন ক্রমে জীবন পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিবে না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁহার দুতগনের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব।" প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ৫

"দেখ, আমি তোমার সমুখে এক খোলা দ্বার রাখিলাম, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই, কেননা তোমার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে,আর তুমি আমার বাক্য পালন করিয়াছ, আমার নাম অস্বীকার কর নাই"। প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ৮

"আমি যত লোককে ভালবাসি, ...যে জয় করে, তাহাকে আমার সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব, যেমন আমি আপনি জয় করিয়াছি এবং আমার পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছি"।

প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ১৯,২১

"কিন্তু ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসহর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিশ্ট হইলেন"। ইব্রিয় ১০ঃ১২

"আমরা এক মহান মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, অতএব আইস, আমরা ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারন করি। কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্ব্বলতা ঘটিত দুঃখে দঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে। অতএব আইস, আমরা সাহস পূর্ব্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়ালাভ করি,এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই"। ইব্রীয় ৪ঃ১৪-১৬

"কিন্তু তিনি অনন্তকাল থাকেন, তাই তাঁহার যাজকত্ব অপরিবর্ত্তনীয়। এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়,তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রান করিতে পারেন, কারন তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করনার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন"। ইব্রীয় ৭ঃ২৪-২৫

"তিনিই বলিয়াছেন,"আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না"। অতএব আমরা সাহস পূর্ব্ব বলিতে পারি,"প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করিব না, মনুষ্য আমার কি করিবে?"
ইব্রীয় ১৩ঃ৫-৬

"আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, যেন, আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেইখানে থাক"।
যোহন ১৪ঃ৩

"কারন প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তুরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি , যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাত করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব, আর এই রূপে সতত প্রভু সঙ্গে থাকিব"।
১থিষলনীকীয় ৪ঃ১৬-১৭

"কারন বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে। আর তখন মনুষ্য পুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং মনুষ্য পুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপে আসিতে দেখিবে। আর তিনি মহা তুরীধ্বনি সহকারে আপন দুতগনকে প্রেরন করিবেন, তাঁহারা আকাশের একসীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীত দিগকে একত্র করিবেন" মথি ২৪ঃ২৭,৩০-৩১

"ঈশ্বর এখন সর্ব্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মন পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন, কেননা তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ সংসারে বিচার করিবেন, এই বিষয়ে সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমান দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগনের মধ্যে হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন"। প্রেরিত ১৭ঃ৩০-৩১

"সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমার কি ভাব বানী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম কার্য্য করি নাই?

তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই, হে অধর্ম্মচারী রা, আমার নিকটে হইতে দূর হও"।

মথি ৭ঃ২২-২৩

"কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে, তখন আকাশ মন্ডল হূ হূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্ত্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে।...ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্খা করিতে করিতে সেহরূপ হওয়া চাই, যে দিনের হেতু আকাশমন্ডল জ্বালীয়া বিলীন হইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা এমন নূতন আকাশ মন্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহারা মধ্যে ধার্ম্মিকতা বসতি করে"।

২পিতর ৩ঃ১০-১৩

"এই কারন ঈশ্বর তাঁহকে অতিশয় উচ্চপদন্বিত ও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে," যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এই রূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন"। ফিলিপীয় ২ঃ৯-১১

"আমি রাত্রি কালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব , মহিমা ও রাজত্ব দও হইল, লোকবৃন্দ,জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না"।

দানিয়েল ৭ঃ১৩-১৪

"মেষ শাবক, যিনি হত হইয়াছিলেন, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদার ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য।" প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ১২

"তখন স্বর্গে উচ্চ রবে এই রূপ বানী হইল, 'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যয়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন"। প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ১৫

"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশিল ও নম্রচিত্ত, তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রণের জন্য বিশ্রাম পাইবে"। মথি ১১ঃ২৮-২৯

"দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, ও আঘাত করিতেছি, কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব, ও তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন কিরিবে"।

প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ২০

"প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসুত্রী নহেন-যেমন কেহ কেহ দীর্ঘ্য সহিষ্ণু, কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই, বরং সকলে যেন মন পরিবর্ত্তন পর্যন্ত পঁহুছিতে পায়, এই তাঁহার বাসনা"। ২পিতর ৩ঃ৯

"পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব না"। যোহন ৬ঃ৩৭

"যে কেহ প্রভুর নামে ডাকিবে, সেই পরিত্রান পাইবে"। প্রেরিত ২ঃ২১

"আর যে পিপাসিত, সে আইসুক, যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন জল গ্রহন করুক"।

প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ১৭

আপনাকে যীশুর প্রতি কি করতে হবে?

"যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে"।

যোহন ৩ঃ৩৬

"তবে এমন মহৎ এই পরিত্রান অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকার রক্ষা পাইবে?"

ইব্রীয় ২ঃ৩খ

"কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহন করিল, সেই সকলকে,যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন"।

যোহন ১ঃ১২

"কারণ তুমি যদি, 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্যে হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রান পাইবে, কারন লোক হৃদয়ে বিশ্বাস করে, পরিত্রানের জন্য"।

রোমীয় ১০ঃ৯-১০

প্রার্থনা

প্রিয় প্রভু যীশু ,

তোমায় ধন্যবাদ দিই যে, আমার সকল পাপ গ্রহণ করে ক্রুশের উপর মৃত্যু বরন করছো। প্রভু আমার সকল পাপময় কার্যের জন্য

আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে আমার হৃদয়ে গ্রহণ করি আমার ব্যক্তিগত ত্রান কর্তা হিসেবে। আমি তোমার প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করি যা তুমি বলেছ আমাকে তোমার সন্তানে পরিনত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আমাকে দিন প্রতিদিন শক্তি যুক্ত করবে যাতে আমি তোমার জন্য বাঁচতে পারি।

তোমার নামে এই প্রার্থনা চাই। আমেন